জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পিছোল আইএসএল

অন্তত দেড় মাস পিছিয়ে যেতে চলেছে আইএসএল। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে খেলা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সম্ভবত ওইদিন থেকে শুরু হচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে ১৫ অক্টোবরের আগে টুর্নামেন্ট শুরু হবে না

নতুন নিম্নচাপ

বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে নতুন করে নিম্নচাপ। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ১৮ অগাস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস

করোনায় মৃত্যু, দিঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল সুপারের

অরুণাচলে ধস, হড়পা বানে মৃত ৪, নিখোঁজ ৫ জওয়ান

বর্ষ - ২১, বিশেষ ই-সংখ্যা ● ১৬ অগাস্ট, ২০২৬ ● ৩০ শ্রাবণ ১৪৩৩ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ৪ পাতা ● Vol. 21, Special E-Edition ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 16 AUGUST, 2026 ● 4 Pages ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বর্বরোচিত হামলা বিজেপি গুন্ডাদের

১৫ অগাস্ট পালনে বাধা আক্রান্ত তৃণমূল ছাত্র-যুব

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ছাত্র পরিষদের পতাকা তোলার সময় হামলা বিজেপির হার্মাদদের।

প্রতিবেদন : বিজেপির পূর্বপরিকল্পিত হামলা তৃণমূল ছাত্র ও যুবদের উপর। বহিরাগতদের দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন পণ্ড করার চক্রান্ত করেছিল বিজেপি। আক্রান্ত হয়েও উপাসনা চৌধুরী-প্রিয়াঙ্কা অধিকারীদের অদম্য জেদই জয়ী হল। হামলাকারী বিজেপিকে দিয়ে অভিযোগ করিয়েও পুলিশ

হামলাকারীদেরই মদত পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশের

দমিয়ে রাখতে পারল না তৃণমূলের তরুণ তুর্কিদের। ফের প্রমাণ হয়ে গেল কোনও জনরোষ নয়, ডিম ছোঁড়া বিজেপির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা।

স্বাধীনতা দিবসের সকালে দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্বাধীনতা দিবস পালনে বিজেপির বাধাদানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। (এরপর ২ পাতায়)

উপাসনার হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিচ্ছে পুলিশ।

৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

তৃণমূল ভবন। পতাকা উত্তোলন করে বীর-শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা তৃণমূল নেতৃত্বের। শনিবার।

শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গড়ার সংকল্প স্বাধীনতা দিবসে

ঐক্য ও অগ্রগতির চেতনা জাগ্রত করার বার্তা নেত্রীর

প্রতিবেদন : দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শকে সামনে রেখে ঐক্য ও অগ্রগতির চেতনা জাগ্রত করার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বাংলার বিগত ১৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ মেনে শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গড়ার সংকল্প নিতে হবে দেশবাসীকে। স্বাধীনতা দিবসে এই পতাকা প্রতিটি ভারতবাসীকে সেই সাহস, ত্যাগ ও স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে

দিক। এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা মহান ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতা, ঐক্য ও অগ্রগতির চেতনা ভারতকে আরও এক শক্তিশালী ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জয় হিন্দ।

প্রসঙ্গত, দেশের সংবিধানের আসল মূল্যবোধ— ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্য, সামাজিক সম্প্রীতির কথা একাধিকবার বলেছেন তিনি। তিনি মনে করেন, চিরন্তন লড়াই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। দেশের স্বার্থে সমষ্টিগত লড়াই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

চক্রান্ত

চক্রান্ত চলছে চক্রান্ত
চারিদিকে চক্রান্তের জাল
মাকড়সার জালও
হার মেনে যাবে
ক্ষমতায় থাকার চক্রান্ত
চক্রান্তের ক্ষমতা।
রং বেরং চক্রান্ত!
শেষ নেই যার,
কোনোদিন কি কেউ জানবে
চক্রান্তের গুরুদেবদের!
মুখের ভাষা যেন
সব বেদবাক্য
চলছে উপনিষদের স্তব
চক্রান্তের মহাভারত
শকুনি পাশা খেলছে
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান ধরেছে
দুর্যোধন দুঃশাসন তবলা বাজাচ্ছে
এক্ষুণি হবে উৎসব!
ক্ষমতা দখলের
নিন্দুকেরা বলছে?
না তারা এখন ক্লান্ত
চক্রান্ত! ওরা এখন পথভ্রান্ত।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭২

দেশের পরবর্তী অধ্যায় লিখবে জেন জি-রাই

সীমাহীন স্বপ্ন দেখুন, বার্তা অভিষেকের

প্রতিবেদন : ভারতের পরবর্তী অধ্যায় লিখবে জেন জি-রা। 'জেন ওয়াই', 'জেন জেড', 'জেন আলফা'দের উদ্দেশ্যে সীমাহীন স্বপ্ন দেখার বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা দিবসে বিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে অভিষেক সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আমরা কেবল আমাদের প্রাপ্ত স্বাধীনতাকেই নয়, বরং তার সাথে আসা দায়িত্বকেও সম্মান জানাই। তাই ভারতের প্রতিটি তরুণ-তরুণীর উদ্দেশে বলছি— ভারতের পরবর্তী অধ্যায়টি আপনাদেরই লিখতে হবে।

অভিষেকের আরও সংযোজন, ভারতের পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করতে আপনারা সীমাহীন স্বপ্ন দেখুন। নির্ভয়ে প্রশ্ন তুলুন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে গঠনমূলক কাজ করুন। ন্যায়ের পক্ষে রুখে দাঁড়ান। (এরপর ২ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেয়াদ বৃদ্ধি হল ই-কেওয়াইসি পূরণের সময়সীমা। ১৬ অগাস্ট ইকেওয়াইসির শেষ দিন ছিল। বিপুল পরিমাণ গ্রাহক ই-কেওয়াইসি করতে না পারায় তেল বিপণন সংস্থাগুলি সাতদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে

৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

হুগলির চুঁচুড়ার ১৮ নং ওয়ার্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার।

জলঙ্গি ব্লক দক্ষিণ আইএনটিটিইউসি-র পক্ষ থেকে বিশেষ কর্মসূচি। সাদিখাঁর দিয়াড় হাসপাতাল সংলগ্ন ব্লক কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি সকল কর্মী ও স্থানীয়দের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণের আয়োজন করা হয়।

ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন। উপস্থিত ছিলেন চিন্ময়ী মারান্ডি, কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, চূড়ামণি মাহাতো, শিবেন্দ্র বিজয় মল্লদেব, প্রশান্ত রায়, বংশীবদন মাহাতো, শিউলি সিংহ, মামণি মুর্মু ও কর্মী-সমর্থকরা।

ভাদুড়িপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সকল শহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। জাতীয় সঙ্গীতে শ্রদ্ধা নিবেদন তৃণমূল নেতৃত্বের। তপসিয়া তৃণমূল ভবনে শনিবার।

ককরোচের হাতেই খতম হবে বিজেপি

তোপ সাংসদ কল্যাণের

সংবাদদাতা, হুগলি : ককরোচ পার্টির হাতেই শেষ হবে বিজেপি! তোপ দাগলেন বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বাক্ স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, পুলিশি রাজ চলছে, সবাইকে থ্রেট করা হচ্ছে। এক-একটা ছেলেকে নিয়ে এসে ২৪ ঘণ্টা করে বসিয়ে রাখা হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এদিন নিশানা করেন তিনি। বলেন, এরা সব সুযোগসন্ধানী ভদ্রমহিলা। এরা রাজনীতিতে পচা। এরা মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছে।

অনন্ত মহারাজকে গ্রেফতার না করে বঙ্গভূষণ কেড়ে নেওয়া শুধুমাত্র লোক-দেখানো বলেই কটাক্ষ সাংসদের। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি নেতাজিকে সম্মান জানাতে চান তা হলে মুখ্যমন্ত্রী অনন্ত মহারাজকে অ্যারেস্ট করুন। এটা শুধু লোক-দেখানো। সাহস নেই, মুখ্যমন্ত্রীর চাকরি চলে যাবে!

বেইমানদের দখল করা হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সদর) কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী চন্দনকান্তি চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

উত্তরপাড়া পুরসভায় স্বাধীনতা দিবসের দিনে উল্টো জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল, উত্তরপাড়ার বিধায়কের উপস্থিতিতে। নিজে সেনাকর্তা হয়েও, এই মারাত্মক ভুল নিয়ে ইতিমধ্যে উঠছে প্রশ্ন।

রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ প্রৌঢ়ের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আবার ধর্ষণ। এবার রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নয় বছরের এক নাবালিকাকে। অভিযোগ, ৫৫ বছর বয়সী প্রতিবেশী আলমগির আলি জোর করে তাকে নিজের ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে এই জঘন্য অপরাধ করেছে। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বাবা মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বাড়িতে সে মায়ের সঙ্গেই থাকত। এই ঘটনার পর পরিবারের তরফ থেকে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযুক্ত আলমগিরকে গ্রেফতার করেছে। নাবালিকার মা সহ গোটা পরিবার এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। এলাকাবাসী প্রবল ক্ষুব্ধ তারা অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তি দাবি করেছে।

বর্বরোচিত হামলা

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরীকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে বহিরাগত বিজেপি ও এবিভিপির সদস্যরা কলেজে ঢুকে হামলা চালায়। সেই ভিডিও নিজের ওয়ালে পোস্ট করে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

শনিবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে আশুতোষ কলেজে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়েছিলেন উপাসনা-প্রিয়াঙ্কারা। কিন্তু তাঁদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। অভিযোগ, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসাররা হামলাকারীদের না আটকে তৃণমূলের ছাত্র নেতা-নেত্রীদের ঢুকতে বাধা দেয়। সেই সময় পুলিশের সামনেই উপাসনাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়। ফেসবুক লাইভে এসে তীব্র প্রতিবাদ জানান উপাসনা। অভিযোগ, কলেজের ভিতর বহিরাগতরা পুলিশের মদতেই ঢোকে। তাদের পরিচয়পত্রও দেখা হয়নি! কিন্তু উপাসনারা জাতীয় পতাকা তোলার জন্য কলেজে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখে, স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র লগ্নে আশুতোষ কলেজের বাইরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে যাওয়া তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লড়াকু ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে বিজেপি আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী। অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, এই ন্যক্কারজনক হামলায় ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে কাউকেই রেয়াত করা হয়নি। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, একটি অপরাধমূলক ঘটনা চোখের সামনে ঘটার পরেও পুলিশ প্রশাসন এই দুষ্কৃতীদের প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েছে। মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে পুলিশ। জোরপূর্বক তাঁদের ভবানীপুর থানায় আটক করা হয়েছে। এই কাপুরুষোচিত ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাই। অবিলম্বে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি আমরা। বিজেপি এবং তাদের আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী যতই হিংসাত্মক পথ বেছে নিক না কেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লড়াকু সৈনিকদের মনোবল ও আন্দোলনকে দমন করা যাবে না।

দেশের পরবর্তী অধ্যায়

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর কথায়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আমাদের একটি স্বাধীন ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছেন। তাঁদের সাহসিকতার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা হল, তাঁদের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাঁদের স্বপ্নের যোগ্য এক ভারত গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যপূরণে নেতৃত্বের ভার এখন নতুন প্রজন্মের হাতে। সাহস, দৃঢ় প্রত্যয় ও গর্বের সাথে সেই ভার বহন করুন আপনারা।

এরপর তিনি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সকল ভারতীয়কে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান। বলেন, জয় হিন্দ!

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

পাক গুপ্তচর সন্দেহে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া থেকে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। নাম শফিকুল। কোচবিহার ও সামশেরগঞ্জে নজরদারি চালিয়ে আরও ২ জনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রিন ইন্ডিয়া মিশনের চরম ব্যর্থতা

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৭.৫৭% পিছিয়ে কেন্দ্র

বিস্ফোরক সিএজি রিপোর্ট

নয়াদিল্লি : ভারতের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক পরিচালিত উচ্চাভিলাষী 'গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন' (সবুজ ভারত মিশন) লক্ষ্যমাত্রা পূরণে চরম ব্যর্থতার মুখে পড়েছে। সংসদের সদ্য সমাপ্ত অধিবেশনে পেশ করা নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রকল্পটি নির্ধারিত লক্ষ্যের চেয়ে ৯৭.৫৭ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে।

বিগত এক দশকে ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বনভূমি সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ০.০৩৪০৯ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় বনভূমি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ ও বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি, বাস্তুতন্ত্রের উন্নতি এবং বনভিত্তিক জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পর্যালোচনা করে দেখেছে সিএজি। নিয়ন্ত্রক সংস্থার অডিট রিপোর্টে উঠে এসেছে যে, দুর্বল পরিকল্পনা, সমন্বয়ের অভাব এবং দীর্ঘদিনের তীব্র আর্থিক সংকটই এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সিএএমপিএ (ক্যাম্পা), ১০০ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, নগর বন যোজনা এবং স্কুল নাসারি যোজনার মতো অন্যান্য সামাজিক বনসৃজন উদ্যোগগুলোর সাথে কোনও উপযুক্ত সমন্বয় ছিল না; প্রতিটি প্রকল্প বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচ থেকে ওপরের দিকে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে প্রাধান্য না দিয়ে কম বা মাঝারি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এক চরম অনিয়মের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি প্রথম চার বছরের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা এবং ১৩তম অর্থ কমিশনের অনুদান হিসেবে রাজ্যগুলোর অংশের ৪৪০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছিল। কিন্তু ২০১৫-'১৬ থেকে ২০২৪-'২৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছরে মিশনটি বাজেট-বরাদ্দ হিসেবে পেয়েছে মাত্র ১,১৪৯.১৪ কোটি টাকা, যা মূল অনুমোদিত বরাদ্দের মাত্র ৪৭.৮৮ শতাংশ। নিয়মকানুনের ক্ষেত্রেও চরম উদাসীনতা দেখা গেছে এই সংক্রান্ত কার্যকলাপে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আটটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোনও বার্ষিক হিসাবরক্ষণই পরিচালনা করেনি। অন্যদিকে, যেসব স্থানে হিসাব তৈরি করা হয়েছে, সেগুলোর অডিট হয়নি বা সহকারী নথিপত্রের সাথে ব্যাপক গরমিল পাওয়া গেছে। পাশাপাশি, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্য এই ১০ বছরের মেয়াদে কার্বন সংশ্লেষণ বা জমানোর পরিমাপ বা মূল্যায়ন করেনি। সিএজি অডিটে কেএমএল ফাইল যাচাই না করায় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো বিভ্রান্তিকর সাফল্যের চিত্র ধরা পড়েছে। ভৌগোলিক তথ্য-ব্যবস্থা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নমুনা হিসেবে নিরীক্ষিত স্থানগুলোর ৭০ শতাংশেই সবুজ ভারত মিশনের কারণে দৃশ্যমান কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রবল ভূমিকম্প, সুনামি ও মৃত্যু

রিখটার স্কেলে ৭.৭

জাকার্তা : শনিবার ভোরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। এই কম্পনে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২৫, আহত বহু। তবে মৃত ও আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিপর্যস্ত নাগেকে অঞ্চল থেকে ২০০০ নাগরিককে সরানো হচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে। জোরালো ভূমিকম্পের পর উপকূলে প্রায় ৩ ফুট উঁচু সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ে।

রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েই মূলত একাধিক মৃত্যু হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জিওফিজিক্স এজেন্সি জানায়, শনিবার ভোর ৪টে ৫৮ মিনিটে উপকূলে মাটির ১৫ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের উৎস। ভূমিধসে বন্ধ রাস্তা, বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও মোবাইল যোগাযোগ। উদ্ধারকারীরা ফেরিতে করে জলপথে সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। দুর্যোগের জেরে এনডে জেলার একটি হাসপাতাল থেকে রোগীদের তড়িঘড়ি রাস্তায় বের করে আনা হয়। এদিন তিনটি আফটার-শকও অনুভূত হয়েছে। উল্লেখ্য, ইন্দোনেশিয়া বিপজ্জনক 'রিং অব ফায়ার' অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে ঘনঘন এমন দুর্যোগ ঘটে। তবে পার্শ্ববর্তী অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, এই কম্পনে তাদের কোনও বিপদ আপাতত নেই।

মমতাই নেত্রী, বিজেপি সর্বনাশা

বালিশপন্থীদের সভায় বলে দিলেন কুণাল

কাঁথিতে পতাকা উত্তোলন করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরি।

৪৮ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।

প্রতিবেদন: স্বাধীনতা দিবসের সকালে আচমকাই তৃণমূল কংগ্রেসের মেট্রোপলিটন পার্টি অফিসে হাজির বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সেখানে তখন বেইমানদের স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছিল। সেখানে ঢুকে চমকে দিলেন দলের বেইমানদের। বেইমানদের দখল করা পার্টি অফিসে গিয়ে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করে এলেন। চাঁছাছোলা বক্তব্যে আক্রমণও করলেন বিজেপিকে। নেতাজির অবমাননাকারী বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানালেন।

তৃণমূলের তপসিয়ার মূল কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করে ফিরছিলেন কুণাল। ফেরার পথে তিনি দেখেন তাদের মেট্রোপলিটন অফিসে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন হচ্ছে। তা দেখে সটান তিনি ঢুকে পড়েন অফিসে। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বালিশপন্থী নেতা-নেত্রীরা। শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে বক্তব্যও রাখেন কুণাল। তিনি বলেন, পুরনো পার্টি অফিসে পতাকা তুলে ফিরছিলাম। দেখলাম এই অফিসেও ১৫ অগাস্টের পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। আমি এই এলাকার বিধায়ক, এটা আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। সুতরাং আমার মনে হল এই পার্টি অফিসের পতাকা উত্তোলনেও অংশ নিই! সেজন্যই ঢুকলাম। শহিদ বেদিতে ফুল দিলাম, শ্রদ্ধা জানালাম। তার পরে বক্তৃতাও করলাম।

মেট্রোপলিটনের পার্টি অফিসে বক্তব্যরত বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

মেট্রোপলিটনের দলীয় কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কুণাল বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেস চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলন করছে। আমরা গর্বিত, আজকে দিনে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান। কিন্তু আজকে যেভাবে দেশের সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, কৃষক, শ্রমিক-সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে বিজেপি সরকার সর্বনাশের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, তো এই স্বাধীনতাটা সত্যিই কি সবার কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে? সেইসঙ্গে দেশনায়ক নেতাজিকে যেভাবে অপমান করে চলেছেন বিজেপির নেতারা, তা বাংলার অপমান, দেশের অপমান। নেতাজিকে যে ভাষায় অপমান করেছেন বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজ, শুধু লোকদেখানো ক্ষমা চাওয়া বা একটা এফআইআর করলেই হবে না। তাঁকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত। তাঁর সাংসদপদ খারিজ করুক বিজেপি। বিজেপি যদি নেতাজিকে সম্মান জানাতে চায় তবে সবার আগে নেতাজি-বিদ্বেষী ওই সাংসদকে দল থেকে তাড়াতে হবে।

বীরাঙ্গনার মতো শুক্রবার রাতে প্রশাসন ও বিজেপির ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শনিবার সকালে কৃষ্ণনগর হাই স্ট্রিট অঞ্চলে সাংসদের অফিসে পতাকা উত্তোলন করলেন মহুয়া মৈত্র। বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে চলা প্রকৃত তৃণমূলীরা কখনও দমে যান না।

৩১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন অপু মুখোপাধ্যায়।

হাজরা মোড়ে মধ্যরাতে পতাকা উত্তোলন। রয়েছেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

স্বাধীনতা দিবসে এই প্রথম শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তিতে সরকার পক্ষের কাউকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গেল না। শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের দেবিকা চক্রবর্তী, শুভ্রজিৎ হাজরারা মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন দেশনায়ককে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

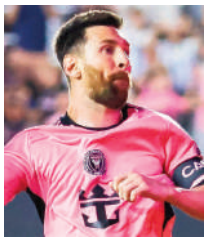

মেসিকে এখন ঠান্ডা মাথায় নিজের মধ্যে থাকতে দিতে চান ইন্টার মায়ামির কোচ গুইলেরমো হুয়োস

পাড়িকালের সেঞ্চুরি, বড় রানের দিকে ভারত

ভারত ২৮৮/২

গল, ১৫ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কা শিবির থেকে টেস্ট শুরুর আগে পুরোনো কথা তুলে ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। যেমন তাদের স্পিনাররা কীভাবে ভারতকে সাম্প্রতিক অতীতে চাপে ফেলেছিলেন। কিন্তু গল টেস্টের প্রথম দিনের শেষে মনে হচ্ছে চাপ উল্টে গিয়েছে শ্রীলঙ্কার উপরেই। ভারত দিনের শেষে ২ উইকেটে ২৮৮ রান তুলেছে। যা সম্ভব হল কে এল রাহুল ও দেবদূত পাড়িকালের জন্য। পাড়িকাল এদিন প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেয়েছেন। অসাধারণ ব্যাট করেন তিনি। দিনের শেষে তিনি ১৩১ রানে অপরাজিত রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ১৬ রানে ব্যাট করছেন ঋষভ পন্থ।

কেএল রাহুল পোড়খাওয়া ক্রিকেটার। তিনি জানেন সমুদ্র কাছে হলে সারাক্ষণ হাওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে নিজের শটকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিন্তু পাড়িকাল সবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসেছেন। তাঁকে রাহুল আগাগোড়া গাইড করে গিয়েছেন। কিন্তু পায়ে ক্র্যাম্প ধরায় হঠাৎ তাঁকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। রাহুল যখন বেরিয়ে গেলেন তখন তিনি ৭৭ রানে ব্যাট করছিলেন। তিনি যেভাবে কষ্ট করে মাঠ ছাড়লেন তাতে মনে হল ক্র্যাম্প বেশ সিরিয়াস। তাঁকে ফিজিও ও অন্য সাপোর্ট স্টাফেরা মিলে ধরে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যান।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন গম্ভীর-শুভমনের। ডানদিকে ঋষভ ও পাড়িকাল।

এরপর অধিনায়ক শুভমন গিল (১৬) নামেন। কিন্তু তিনি প্রভাত জয়সূর্যকে লং অনের উপর দিয়ে মারতে গিয়ে ধরা পড়ে যান লাহিরু উদারার হাতে। কিন্তু এরপর আর কোনও উইকেট হারাতে হয়নি। পাড়িকাল ১৭৮ বলে এই রান করেছেন। তিনি ১২টি চার ও ১টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। টিপিক্যাল টেস্ট ইনিংস খেলেছেন পাড়িকাল। মারার বল মেরেছেন। দেখে খেলার বল দেখেই খেলেছেন। তিনি একটা দিক ধরে রেখেছিলেন বলে রাহুল রিটায়ার্ড হার্ট হলেও তার প্রভাব ভারতের ইনিংসে পড়েনি। ঋষভ দুটি বাউন্ডারি-সহ ২৮টি বল উইকেটে কাটিয়েছেন।

লাঞ্চের আগে প্রথম দু'ঘণ্টায় ভারত ভালই শুরু করেছিল। শুধু যশস্বী জয়সোয়ালের রান আউটটুকু ছাড়া। ভারত ততক্ষণে ৪৭ রান তুলে ফেলেছে। ওপেনিং জুটিতে বড় রানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু জয়সোয়ালের রান আউট দুর্ভাগ্যজনক। প্রভাত জয়সূর্যর বলে রাহুল মিডঅনে পুশ করে সিঙ্গলসের জন্য দৌড়ে এসেছিলেন। উল্টোদিক থেকে জয়সোয়াল রান নেবেন বলে ছুটে আসতে গিয়ে বোলারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যান। কিন্তু রাহুল অর্ধেকটা চলে এসেছেন দেখে তিনি উঠে রান কমপ্লিট করতে গিয়েছিলেন। বল ততক্ষণে কিপার নিরোশান ডিকোয়েলার হাতে। রাহুল অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। জয়সোয়াল তখনও বাইরে। নিরোশান কী করবেন? ক্রিকেটের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখিয়ে বেল ফেলবেন নাকি ফেলবেন না। তাঁকে কথা বলতে দেখা গেল অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি'সিলভার সঙ্গে। অতঃপর অনুমতি নিয়ে বেল ফেলে দেন। জয়সোয়াল শুধু দাঁড়িয়ে দেখলেন! প্রাক্তনরা বলছেন, রাহুল ক্রিজে ফিরে যেতে পারতেন। তাহলে জয়সোয়ালকে অর্ধেক রাস্তা ফেরত গেলেই হত। কিন্তু সেটা হয়নি। তিনি ভালই খেলছিলেন। ৩২ রান করেন। এরপর রাহুল ও পাড়িকাল দলকে লাঞ্চ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। তখন রান ছিল ১০১/১।

বৃষ্টিতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে প্রথম দিন। খেলা হল ৭৩ ওভার। কিন্তু তাতে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ছন্দ নষ্ট হয়নি। জয়সোয়াল দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট হয়ে যাওয়ার পর ভারত কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে ম্যাচে ফিরতে দেয়নি। রাহুল ও পাড়িকাল মিলে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যান। শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ সুবিধা করতে পারেননি। সিংহলি অধিনায়ক ধনঞ্জয় খেলার আগে বলেছিলেন এটা ব্যাটসম্যানদের উইকেট। অন্তত প্রথম দিনের খেলা দেখা সেটাই মনে হয়েছে। বল সেভাবে ঘোরেনি। বরং দেখে মনে হয়েছে ঘাস ছেঁটে ফেলার পর গলের উইকেট খুব নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছে। এখানে বোলাররা সুবিধা পাননি। তবে তৃতীয় দিন থেকে বল ঘোড়ার সম্ভাবনা আছে। তাতে সুবিধা ভারতের। শেষ ইনিংসে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাট করতে হবে।

রোনাল্ডোর বিয়েতে মা-বোনেরা ছিলেন না

দাবি এক টিভি প্রেজেন্টারের

লিসবন, ১৫ অগাস্ট : নিজের বিয়েতে মা, বোনেদেরও ডাকেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! পর্তুগালের এক টিভি প্রেজেন্টার এমনই দাবি করেছেন।

১১ জুলাই কাসকাইসের বাড়িতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রডরিগেজকে বিয়ে করেন রোনাল্ডো। অত্যন্ত প্রাইভেট এই বিয়ের অনুষ্ঠানে মাত্র চারজন উইটনেস ও রোনাল্ডোর পাঁচ সন্তান উপস্থিত ছিলেন বলে খবর। টিভি প্রেজেন্টার ক্রিস্টিনা ফেরেইরা বলেছেন, পরিবারের লোকজন সম্ভবত শেষমুহূর্ত পর্যন্ত জানতেন না। কিংবা ৩০ সেকেন্ড আগে জেনেছেন। তবে ওই প্রেজেন্টার বা তাঁর সহযোগী কেউ এই খবরের পুরো দায়িত্ব নিতে চাননি। সবটাই নাকি তাঁরা সমাজমাধ্যম থেকে জেনেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে বিয়ের সার্টিফিকেটে উপস্থিতির উল্লেখ রয়েছে শুধু রোনাল্ডোর বন্ধু মিগুয়েল পাইক্সাও, জর্জিনার বোন ইভানা রডরিগেজ, স্প্যানিশ জুয়েলার জোস রডরিগেজ সাঙ্গিল ও তাঁর স্ত্রী মনিকা গঞ্জালেস মার্টিনেজের। এখানে কোথাও রোনাল্ডোর মা ডলোরেস আভেরা বা তিন বোন হুগো, এলমা ও কাটিয়ার উল্লেখ নেই। রোনাল্ডোর মায়ের না থাকা অবশ্য আশ্চর্যের। তিনি রোনাল্ডোর বিয়ের রিংয়ের ছবিতে হার্টের ইমোজি দিয়েছিলেন। তবে ওই প্রেজেন্টার এটাও বলেছেন যে বিয়ের ব্যাপারটা এত গোপন রাখা হয়েছিল যে হয়তো একেবারে শেষমুহূর্তে মা-বোনেদের জানানো হয়েছিল।

ছোট্ট অনুষ্ঠানে পোর্তো থেকে রেজিস্টার এসেছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান হতে পারে ভেবে বহু মানুষ, মিডিয়া মাদেইরার ফুঞ্চল ক্যাথিড্রালে ভিড় করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে হতাশ হতে হয়েছিল।

হ্যাজলউডের ছয়, অস্ট্রেলিয়া চাপেই

ডারউইন, ১৫ অগাস্ট : প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ রীতিমতো চাপে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়াকে। যারা এখনও ৬৭ রানে পিছিয়ে। হাতে ৬ উইকেট আছে কিন্তু তৃতীয় দিনের শেষে পাল্লা ভারী বাংলাদেশেরই। অস্ট্রেলিয়া দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান করেছে। এখনও টেস্টের বাকি দু'দিন।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ চলছে সর্বত্র। যারাই জিতবে পয়েন্ট টেবলে উঠে আসবে। বাংলাদেশ বর্তমানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াকে হারালে বেশ কিছুটা উঠে আসবে। প্রথম দফায় ২২৮ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া হাসান মাহমুদ এদিন শুরুতেই ওয়েদারাল্ড (০) ও ট্রাভিস হেডকে (১৭) ফিরিয়ে দেন। এরপর লাবুশেন (৩১) ও স্মিথ (৪৪)পার্টনারশিপ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও মেহেদি হাসান মিরাজ দু'জনকে ফিরিয়ে জুটি ভেঙে দেন। দিনের শেষে ক্যামেরন গ্রিন ৪৩ ও অ্যালেক্স ক্যারি ১৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন। এই পার্টনারশিপে এখনও পর্যন্ত উঠেছে ৩৯ রান। তাইজুল ও মেহেদি একটি করে উইকেট নিয়েছেন। দুটি উইকেট হাসানের। এর আগে বাংলাদেশ তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করেছে ৪২৬ রানে। মেহেদি হাসান মিরাজ করেন ৬৫ রান। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে জস হ্যাজলউড ৮৯ রানে ৬টি উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে তিনশো উইকেট হয়ে গেল হ্যাজলউডের।

হরমনপ্রীতের জোড়া গোল, জিতল ভারত

আমস্টারডাম, ১৫ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসে হকি বিশ্বকাপে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করল ভারতীয় দল। রবিবার আমস্টারডামে প্রথম ম্যাচে তারা ওয়েলসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে।

গোল করার মুখে হরমনপ্রীত।

প্রথম কোয়ার্টারেই প্রতিপক্ষের উপর দু'গোল চাপিয়ে দিয়েছিল ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে দুটি গোল করেন সঞ্জয় রানা ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারে নিজের দ্বিতীয় ও দলের জন্য তৃতীয় গোলটি করেন হরমনপ্রীত। ওয়েলস চতুর্থ কোয়ার্টারে গোলের ব্যবধান কমাতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের এই একটি মাত্র গোলে বিশেষ লাভ হয়নি। শেষপর্যন্ত জয়ী দল হিসাবেই শনিবার মাঠ ছাড়েন মনপ্রীতরা।

স্বাধীনতা দিবসে দুই মহাদেশে এদিন ক্রিকেট ও হকির লড়াইয়ে এদিন নেমেছিল ভারত। গলে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন দারুণ শুরু করেছেন শুভমন গিলেরা। দারুণ জয় এল আমস্টারডামেও। ওয়েলসকে এদিন দাঁড়াতেই দেননি হরমনপ্রীতরা। বিশেষ করে প্রথম কোয়ার্টারেই দুটি গোল করে তাঁরা প্রতিপক্ষকে এমন চেপে ফেলে দেন যে তারা সেটা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবে প্রথম ম্যাচ সহজে জিতলেও গ্রুপের পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলতে হবে ভারতকে। সোমবার এই ম্যাচটি হবে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। হরমনপ্রীতদের জন্য ইংল্যান্ড ম্যাচ কিন্তু কঠিন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।